মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের অবস্থান কর্মসূচি

সারা বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের আড়ালে জামাত-বিএনপি’র যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার মোকাবেলা এবং জনগণের জানমাল রক্ষার্থে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগ।

মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে বেলা বারোটা থেকে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে উপজেলা আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন,দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান তকলিমা খাতুন, দারিয়াপুর চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম রবি, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমানসহ ছাত্রলীগ যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুব মহিলা লীগ কৃষক লীগ, তাঁতী লীগ সহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতা কর্মীবৃন্দ।

এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্লোগান দেওয়ার সময় সাব্বির নামে এক শিক্ষার্থী রাস্তাদিয়ে মটরসাইকেরে যাওয়ার সময় ছাত্রলীগকে টোকায় লীগ বলে কটুক্তি করলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তার উপর চড়াও হয়ে মারধর শুরু করে। পরে ছাত্রলীগের সভাপতি সহ অন্যান্য নেতাকর্মীর এগিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে রক্ষা করে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন মোটরসাইকেল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক কারনে এবং আগামীতে দলীয় ঐক্যের স্বার্থে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। তিনি বলেন নির্বাচনে যে সব নেতাকর্মী, সমর্থক ও ভোটার ভাই বোনেরা আমাকে এতদিন সমর্থন জানিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতগতা প্রকাশ করছি। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আপনরা যে কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, যে কোনো গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আগামীতেও থাকবো। তিনি উপজেলা নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করার অনুরোধ জানান।

এসময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধাারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, সহসভাপতি আল ফারুক, ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার কেও নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ

সম্পাদকসহ ৬ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যলয়ে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রস্তুতি সভায় আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম বোরহান উদ্দিনের জেষ্ঠ পুত্র মো: সেলিম রেজা।

প্রধান অতিথি সেলিম রেজা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আনোয়ার সাদা, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভা সভাপতি জাকির হোসেন টলি, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকের সভাপতি মিনারুল ইসলাম, মৃত বোরহান উদ্দিন চেয়ারম্যান এর জন্য ১ মিনিট নিরবতা পালন করে অনুষ্ঠান শুরু করেন।

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ও ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি-সাধারন সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবকের সভাপতি-সাধারন সম্পাদক ও ওয়ার্ডের সভাপতি-সাধারন সম্পাদক প্রধান অতিথি মতবিনিময় করেন।

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে প্রধান অতিথি বলেন আমাদের বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ যে ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা শেখ হাসিনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দেখানো পথ ধরেই আমরা এগিয়ে যাবো। এবং আমার আমঝুপি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন সহ মুজিবনগর দিবসে এক সাথে যাবো।

মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আনারুল ইসলাম, ৩ ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য মো: আব্বাস উদ্দিন, ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আব্দুল কাদের, ৮ নং ওয়ার্ডের সাবেক ইউপি সদস্য মুশিউর রহমান ডাবলু, ৪ নং ওয়ার্ডের

সাবেক ইউপি সদস্য আলফাজ হোসেন, ৪নং ওয়ার্ডের সভাপতি আসাদুল হক মন্টু, ৬ নং ওয়ার্ডের সাধারন সম্পাদক শাফায়ত হোসেন, ৫ নং ওয়ার্ডের সাধারন সম্পাদক শহিদ।

মশিউর রহমান ডাবলু সঞ্চালনায় আরো বক্তব্য রাখেন ইউপি সদস্য আবুল কাসেম, ৭ নং ওয়ার্ডের উহাই দুল রহমান বল্টু।

মেহেরপুর পৌর মেয়র রিটনের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুরের বেশ কয়েকটি স্থানে পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ শুভেচ্ছার ফেস্টুন ও ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে।

ফেস্টুন ও ব্যানার নষ্ট করার প্রতিবাদে গত শনিবার (১৩ এপ্রিল) বিকেল ৪ টার দিকে তার নিজস্ব কার্যালয়ে প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন লিখিত বক্তব্য বলেন, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমি প্রতিবছরের মতো এবারও পৌরবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন ব্যানার করেছি গত ১২ তারিখ রাতে কে বা কার আমার প্রায় প্রতিটিম ফেস্টুনে ব্লেট মেরে কেটে দিয়েছে। এটা আমার কাছে পরিকল্পিত প্রতিহিংসমুলক আচরণ বলে মনে হয়। যে বা যারা এ কাজ করছে তারা নিশ্চয়ই কারো আদেশ করেছে।

তিনি আরো বলেন, আমি প্রশ্ন রাখতে চাই এটা কোন ধরনের রাজনৈতিক শিষ্টাচার এটা কোন রাজনীতি? মতভেদ রয়েছে থাকতে পারে, এটাতো রাজনৈতিক চর্চা। এ অপরাধ যারা করেছে এবং যার বা যার নির্দেশে হয়েছে তা তদন্তপূর্বক বের করে আইনের আওতায় আনার জন্য একান্ত ভাবে অনুরোধ করছি।

দর্শনায় পৃথক ভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় পৃথক পৃথক ভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের উদ্দগ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষ্যে আজ রবিবার (১৭ মার্চ) সকাল ৯ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ন সম্পাদক ও নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, আওয়ামীলীগ নেতা, বিল্লাল হোসেন, সোলায়মান কবির, জয়নাল আবেদীন নফর, দাউদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দর্শনা কলেজ ছাত্রলীগনেতা পারভেজ, লোমান, মিল্লাত, অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কলেজ ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক তোফাজ্জেল হোসেন তপু।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের হৃদয়ে চলার পথের বাতিঘর হয়ে থাকবেন । তাঁর আদর্শ ও দর্শন আমরা যতদিন অনুসরণ করে চলবো ততদিন এ জাতি পিছু পা হবে না। বঙ্গবন্ধু না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না। স্বাধীননতার সুফল প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার হোক।

অপরদিকে দর্শনা ঐতিহ্যবাহী কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর নানা আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার সকাল ৯ টায় দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, জি এম কৃষি আশরাফুল আলম ভৃইয়া, ফাইন্যাস অর্থ আব্দুস ছাত্তার, মিল

কারখানার মহা ব্যাবস্থাপক সুমন কুমার সাহা, দর্শনা চিনিকলের মহা ব্যাবস্থাপক প্রশাসন এডি এম ইউসুফ আলী, কেরুজ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদসহ শ্রমিক কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মীদের সাথে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দারের মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার বধ্যভূমি পরিদর্শন ও নেতাকর্মিদের সাথে মত বিনিময় করেছেন।

তিনি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বধ্যভূমিতে এসে বধ্যভূমি পরিদর্শন শেষে মত বিনিময় করেন।

মতবিনিময় কালে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আওয়ামীলীগ হলো মাটি ও মানুষের সংগঠন। এ সংগঠনের তৃণমূলের কর্মিরা হলো অত্যন্ত নিবেদিত। তাদের তেমন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। তারা আওয়ামীলীগকে হৃদয়ে ধারণ করে। যার প্রমাণ তারা বার বার দিয়েছে। এবারের নির্বাচনেও তারা আওয়ামী লীগকে ভালোবেসে, শেখ হাসিনার প্রতি আস্তা রেখে নৌকায় ভোট দিয়ে আমাকে আবারও নির্বাচিত করেছে। তাদের এই ভালোবাসার ঋণ শোধ হবার নয়। তৃণমূলের নেতাকর্মিদের নৌকার প্রতি যে আস্তা তার প্রতিদান আমাদের দিতে হবে।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু এই দেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখতেন তাঁর সেই স্বপ্ন আজ বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। দুঃখি মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।

মতবিনিময় কালে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সদস্য

নুরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, পৌর আওয়ামীলীগ নেতা আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, আওয়ামীলীগ নেতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী ঠাণ্ডু রহমান, আব্দুল মালেক, কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি, জয়নাল আবেদীন,প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, ওসি তদন্ত একরামুল হক, সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর ররহমান,সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদশা, পাপন রহমান, গোলাম সারোয়ার শামিম, লাভলু, শরিফুল মেম্বার প্রমুখ।

মেহেরপুরে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির গণ সংবর্ধনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন এমপি কে গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মেহেরপুর শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কে গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লিগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী

লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, গাংনীর পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, মেহেরপুর সদর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজামান, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী শহিদুল হক, বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডল, মেহেরপুর সদর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেছা লতা, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আদির হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন, কুতুপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সম্পাদক বাবুল আক্তার, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন সহ মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ছাত্রলীগ, যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক শরিফুল ইসলামের নেতৃত্বে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের সামনে কার্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপিকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

আলমডাঙ্গায় সংসদ নির্বাচন পরবর্ত্তী মতবিনিময় সভায় রাজ্জাক খান

আলমডাঙ্গায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান নির্বাচন পরবর্ত্তী নেতাকর্মিদের সাথে মতবিনিময় সভা করেছেন।

তিনি আজ শনিবার বিকেলে ওয়াপদা চত্বরের এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন। মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক খান বলেন,আমি মাত্র ১৬ দিন নির্বাচন করে আপনাদের ভালবাসায় শিক্ত হয়েছি।

আজকে যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন,তারা নির্বাচনে আমাকে জয়লাভ করার জন্য একাকার হয়ে কাজ করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে আমি অনেকের নাম আয়ত্ব করেছি। আমি অনেকের নাম জানি,বহু নাম আমার মোবাইলে সেভ করা আছে। একটি একটি করে ফোন আসে, আমি তাদের সাথে কথা বলি। আমি মনে করি আমরা ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়েছি। আমরা একটা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। আমি যেটা দেখেছি, মানুষ কেঁদেছে,মানুষ বলেছে,ভোট দেবো কোথায়? একটা জায়গা পেয়েছি সেটা হলো ফ্রীজ। আমি আবেগে আপ্লুত হয়েছি। একটা ভাই জড়িয়ে ধরে বললো ভোটটা দিয়ে ফেলেছি, আমি বললাম কোথায় দিয়েছেন, তিনি বললেন ১৪ টি ভোট ফ্রীজে দিয়েছি। এভাবে এই নির্বাচনে আমার প্রতি মানুষ যে ভালোবাসা দেখিয়েছে তা কখনো ভূলে যাবার নয়। আমি আপনাদের এই ভালোবাসায় কৃতজ্ঞ।

তিনি বলেন,আগামীতে আমি নৌকার মনোনয়ন নিয়ে আবার ভোট করবো,আপনারা এভাবেই আমার সাথে থাকবেন। আমি চুয়াডাঙ্গার এই জনপদকে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধির জনপদ হিসেবে গড়ে তুলবো। আর আমার কর্মিরা এখন থেকে উপজেলাসহ প্রতিটি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। আমরা সেভাবেই প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাশিদুজ্জামান দুদু, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও আলমডাঙ্গা উপজেলা মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি মঞ্জুর রহমান জান্টু,

সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা আবু তালেব, মেম্বার এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক লাল্টু রহমান মেম্বার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব সমসের মল্লিক, লিটন খান, ওলিউর রহমান খান।

যুবলীগ নেতা রেজাউল ইসলামের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীর খান, মহসীন আলী, আনিসুর রহমান, রনি আহম্মেদ, নুহ মেম্বার, আব্দুল মজিদ, মুস্কানিন মেম্বার, মানোয়ার হেসেন, নাসির মাষ্টার, লাভলু চৌধুরি, কৃষকলীগ নেতা আলতাব হোসেন, আতিয়ার রহমান, ইছাহাক মন্ডল, আকতারুল ইসলাম প্রমুখ।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভায় এমপি মহুল

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা ফুটবল মাঠের জনসভায় ঝিনাইদহ-২ আসনের নবনির্বাচিত এমপি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী কে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, স্বচ্ছাসেবক লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সংবর্ধনা শেষে বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, আমাকে যারা ভোট দিয়েছেন এবং যারা ভোট দেননি আমি সকলেরই এমপি। আমি কারও কাছে এমপি স্যার বা সাহেব নয়, আমি সকলের কাছে আপনাদের আগের সেই প্রিয় দাদা ভাই হিসেবেই থাকতে চাই। নির্বাচনের আগে যারা সহিংসতা করেছেন বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে হুমকি দিয়েছেন, তারা অনুতপ্ত হয়ে আমার সহকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে মিলেমিশে থাকবেন, সবাইকে নিয়ে আমি কাজ করতে চাই। কারও বিরুদ্ধে মামলা থাকলে সেটা তাকে মোকাবিলা করে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন উন্নয়ন একদিনে সমাধান করার কাজ নয়, আমরা সবাই কে নিয়ে উন্নয়ন কাজে হাত দেব। প্রথমে আমাদের যুবকদের কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা অভিভাবক হিসেবে এটাই হবে আমরা প্রধান কর্মসূচি, প্রতিবছর অন্তত: ১হাজার যুবককে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করবো।

হরিণাকুণ্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মশিউর রহমান জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা আফজাল হোসেন, এমপির ভাই নির্বাচনের সমম্বয়কারী আবু শাহরিয়ার জাহেদী পিপুল, জেলা আওয়ামী লীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রশীদ টোকন, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা সাজেদুল ইসলাম টানু মল্লিক, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক রানা হামিদ, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আশরাফুল হক জুয়েল, ফলসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড.বজলুর রহমান, দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশির আহাম্মেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ যারা নৌকার পক্ষে কাজ করেছেন, তাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমাদের কিছু কাজ এখনও বাকি আছে, স্কুল কলেজের অনেক কাজ বাকি আছে, কিছু রাস্তাঘাটের কাজও বাকি আছে, সেই সব অসম্পুর্ন কাজগুলো এই ৫ বছরে সম্মন্ন করতে হবে।

তিনি বলেন, চুয়াডাঙ্গা একটি শান্ত জেলা। একসময় চুয়াডাঙ্গাকে অশান্ত করে তুলেছিল,অস্ত্রের ঝনঝনানি ছিল,আমাদের আমলে ১৫ বছরে সেই চুয়াডাঙ্গায় শান্ত পরিবেশে গড়ে তুলেছি।আমরা শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে চাই।ভোটকে কেন্দ্র করে কিছু সহিংস ঘটনা ঘটেছে,আপনারা শান্ত থাকবেন। নতুন করে কেউ কোন ঘটনা ঘটাবো না,তবে যদি কেহ পায়ে ল্যাং মেরে ঝগড়া বাধাতে চাই তাহলে তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে না। আমাদেরকে সব সময় ধৈর্য ও শান্ত থাকতে হবে,বিনা কারণে কেউ ঝগড়া বিবাদে জড়াবেন না।আমরা সবাই শান্ত থাকব,শান্ত থাকলে আমাদের সকলেই ভাল বলবে।

সকলকে স্বীকার করতে গত ১৫ বছরে চুয়াডাঙ্গায় কোন চাঁদাবাজী নেই,আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা,দামুড়হুদার কোন ব্যবসায়ি বলতে পারবে না চাঁদাবাজী হয়েছে। আমরা কিন্ত এইদিকটা কঠোর ভাবে দেখেছি,আমরা এও দেখেছি বিএনপি,জামাতের আমলে কাপড়ের দোকানদের কাছ থেকে বাড়িতে দেখানোর নাম করে নিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি।

তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায় শান্তিপুর্ণ পরিবেশে বসবাস করেছি,আগামী ৫ বছরও সেভাবে বসবাস করবো। এই নির্বাচনে গরীব মানুষেরা আপনাদের কথা রেখেছে,আপনাদের তাদের প্রতি সদয় আচরণ কতে হবে।

তিনি আরো বলেন আওয়ামীলীগ একটা ঐতিহ্যবাহী সংগঠন।এবারের নির্বাচনে আপনারা প্রমাণ করেছেন তৃনমুল সংগঠনের নেতাকর্মিরা কখনও ভুল করে না।আজ বিএনপি যদি নির্বাচনে আসত আমরা সহজে চিনতে পারতাম অমুক লোক বিএনপি করে,কিন্ত নিজ দলের মধ্যেকার লোক যখন অন্য পক্ষ অবলম্বন করে তখন সেভাবে কাউকে চেনা যায় না। কে কোন দিকে কি করছে।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা। উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইয়াকুব আলীর উপস্থাপনায় বিশেষ

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দার টোটন,জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।